ইত্তেফাক

00 021

তারিখ ... 16.2.85 ...
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম 3 ...

প্রাইমারী শিক্ষা বনাম সাক্ষরতা দান

অধ্যাপিকা হামিদা রহমান

শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা আজ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। শিক্ষার নতুন নতুন পরিকল্পনা, স্কুলে শিক্ষার হার নিম্নগামী, ছাত্রদের শিক্ষার প্রতি অনীহা, শিক্ষিত ছাত্রদের বেকার সমস্যা,- সব কিছু মিলিয়ে আজ অভিভাবকদের ভাবিয়ে তুলেছে। বর্তমানে ছাত্রদের পাসের হার এত নিম্নে নেমে গেছে যে, শিক্ষার প্রতি ছাত্রদের অনীহা বেড়ে উঠেছে। তাছাড়া প্রতিনিয়ত ঘরে ছাত্ররা অভাব-অভিযোগের এত ফিরিস্তি শুনছে যে, তারা আর এই অনুৎপাদন শিক্ষা ব্যবস্থায় নিজেদের বলি দিতে চায় না। তার চেয়ে ছোটবেলায় পড়ালেখা ছেড়ে দিয়ে দুই পয়সা কামাবার বন্দোবস্ত দেখতে প্রয়াসী হচ্ছে।

কিন্তু আমরা অভিভাবকরা এই ফেল করা অথবা অনুৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সমস্যা ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। প্রতিনিয়ত কাগজ খুললেই দেখি গ্রামের স্কুলগুলো ভেঙ্গে গিয়েছে বা যাচ্ছে। ঝড়ে স্কুলের চালাঘর পড়ে গিয়েছে। প্রাইমারী স্কুলের টিন উড়িয়ে নিয়ে গেছে। অথচ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনা পয়সায় বই বিতরণের হিড়িক চলছে। তার উপর পোশাক-পরিচ্ছদ দেখার অহেতুক পরিকল্পনা। আমরা যারা প্রায় জীবনভর কাজ করেছি এবং এখনও শিক্ষকতা করছি, যারা এই শিক্ষাঙ্গনের প্রকৃত খবর রাখি তাদের সরকারী পরিকল্পনায় কোন স্থান নেই অথবা তাদের মতামতেরও কোন দাম নেই। চিরকাল শিক্ষানীতির পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন বিদেশী এক্সপার্ট অথবা বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ।

যেখানে একজন কৃষকের ছেলের মাথা গুঁজবার মত ঘর নেই, সকালে স্কুলে আসার সময় পান্তাভাত খাবার সংস্থান নেই, যেখানে একজন ঝি-এর মেয়েকে তার মায়ের কাজে যাবার সময় ছোট বোনকে সামলাতে হয়, সে রকম ক্ষেত্রে স্কুলে বইপত্র দেওয়া এবং স্কুলের ইউনিফর্ম দেওয়া একেবারেই লোক দেখানো সরকারী অর্থের অপচয় ছাড়া কিছু নয়। বরং সেই টাকা-পয়সা খরচ করে প্রাইমারী স্কুলগুলোতে টিনের চালা-দরজা, জানালা দেওয়া, বেঞ্চের সুব্যবস্থা করা, শিক্ষকদের বেতন দেওয়া প্রভৃতি কাজ করলে শিক্ষা সম্প্রসারণের কিছু সুরাহা হতে পারে।

বই-পত্র, কাপড়-চোপড়ের মত ক্ষুদ-কুঁড়ো দিয়ে জাতিকে পঙ্গু করবার প্রয়োজনীয়তা নেই। কেননা গরীব দেশের টাকা নষ্ট করে এই কাপড় বা বইপত্র গোটা জাতির কোন কাজে আসবে না। মানুষের প্রথম চাহিদা খাবার-বাসস্থান। তারপর কাপড়-চোপড়, শিক্ষা। তাই অন্ততঃ প্রাইমারী শিক্ষাটি যাতে করে ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় তার জন্য গ্রামের স্কুলগুলোর সংস্কার করা প্রয়োজন। প্রাইমারী শিক্ষকদের প্রতিও লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া না হলে কেবলমাত্র বড়লোকের ছেলেরাই কিণ্ডার গার্টেন থেকে পাশ করে বড় বড় কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারবে এবং উচ্চ শিক্ষা লাভ করবে। কিন্তু গ্রাম থেকে আর কোন শিশু শহরে এসে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে না।

শিক্ষা এবং সাক্ষরতা এক কথা নয়। চীনের মত কতগুলো চিহ্ন দিয়ে নাম সই করা যায়। পড়তে এবং লিখতে জানলে অন্ততঃ ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়ার দরকার। তা না হলে একটা দলিল পড়া একটা চিঠি লেখা অন্ততঃ একটা খবরের কাগজের হেডিং পড়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

বিগত সরকার সাক্ষরতার অভিযান চালিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে জাতির কত পার্সেন্ট ছেলেমেয়ে লেখা পড়া শিখেছে? কত পার্সেন্ট লোক সাক্ষর করতে পারে? এর সঠিক অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা দরকার। একেবারে যে কিছুই হয়নি একথা আমরা বলতে চাই না। তবুও ব্যয়ের তুলনায় সাফল্যের পরিমাপ আমাদের জানা প্রয়োজন। গরীব দেশের টাকা ব্যয় করার আগে সুষ্ঠু পরিকল্পনা দরকার—যাতে জাতি উপকৃত হয়। বৃহত্তর জাতির বৃহত্তর স্বার্থের জন্যই তো পরিকল্পনা। যে পরিকল্পনা মানুষের তেমন কাজে লাগে না, কেবল বাহবা কুড়াতে সাহায্য করে, অন্ততঃ গরীব জাতির কাছে আর যেন তেমন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা না হয়।